তারিখ ... 5 JAN 2017
পৃষ্ঠা ... 2 ... 2

সমকাল

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭

মুচলেকা দিলে শাস্তি বাতিল হবে ১৫ প্রকাশনীর

■ সমকাল প্রতিবেদক

আসন্ন একুশে গ্রন্থমেলায় অংশ নিতে পারবে শাস্তিপ্রাপ্ত ১৫টি প্রকাশনা সংস্থা। তবে সে জন্য তাদের মুচলেকা দিতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড আর করবে না– এমন অঙ্গীকার করে ক্ষমা চেয়ে বাংলা একাডেমিকে চিঠি দিলে তাদের শাস্তি বাতিল হবে। গতকাল বুধবার বাংলা একাডেমিতে অমর একুশে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির তৃতীয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভাসূত্রে জানা গেছে, এবারের মেলার ফরম ফিলআপের সময় যথাযথ কাগজ না দেওয়ায় ১০টি প্রকাশনীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগামী রোববারের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা না দিলে, তাদের স্টল বরাদ্দ দেওয়া হবে না। এবারের বইমেলায় নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ১১টি নতুন প্রকাশনা সংস্থা।

গতবারের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় নীতিমালা ভঙ্গ করে লটারিতে পাওয়া স্টলের অবস্থান পরিবর্তন করায় ১৫টি প্রকাশনীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। বৈঠকসূত্র জানাচ্ছে, মেলা পরিচালনা কমিটির অনেকেই পূর্বঘোষিত শাস্তির বিষয়ে একমত পোষণ করেন। তবে পরে মুচলেকা নিয়ে এবারও স্টল বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে এই কমিটি স্থান বদল করা প্রকাশনা সংস্থাগুলোর বরাদ্দপ্রাপ্ত স্টল ইউনিট গতবারের চেয়ে একটি করে কমিয়ে দিয়েছিল। শাস্তি পাওয়া প্রকাশনা সংস্থাগুলো হচ্ছে: প্লাটফর্ম, রেয়ার বুকস, চিত্রা প্রকাশনী, চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ, রিয়া প্রকাশনী, মা প্রকাশনী, মৌলি প্রকাশনী, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, সালাউদ্দিন বইঘর, গদ্যপদ্য, শব্দশিল্প, সুবর্ণ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স ও কাকলী প্রকাশনী। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

মুচলেকা দিলে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

এ বিষয়ে মেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক ড. জালাল আহমেদ সমকালকে বলেন, 'আমরা তাদের শাস্তি নির্ধারণ করে চিঠি দিয়েছিলাম। তারা নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে চিঠির জবাব দিয়েছেন। পরিচালনা কমিটির কাছে এ ধরনের কাজ পুনরায় করবে না– এমন মুচলেকা দিলে তাদের শাস্তি তুলে নেওয়া হবে।'

এদিকে, এবারের মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য সর্বমোট ৩৭৭টি প্রকাশনা সংস্থা আবেদন করেছিল। এগুলোর মধ্যে প্রথমবারের মতো স্টল চেয়ে আবেদন করে ৬৬টি প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মধ্যে মাত্র ১১টি প্রতিষ্ঠানকে এক ইউনিটের স্টল বরাদ্দ দেওয়া হবে। এ ছাড়া ১২টি প্রতিষ্ঠান নতুন করে প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করেছিল। এদের কারও আবেদনই গ্রহণ করা হয়নি। ফলে গতবারের মতো এবারও বাংলা একাডেমির দুটিসহ মোট ১৩টি প্যাভিলিন থাকছে মেলায়। নয়টি প্রতিষ্ঠান তিন ইউনিটের বদলে চার ইউনিটের জন্য এবং ২৪টি প্রতিষ্ঠান দুই ইউনিট থেকে তিন ইউনিটের জন্য আবেদন করলেও তাদের কারও আবেদনই গ্রহণ করা হয়নি। এক ইউনিট থেকে দুই ইউনিটে উন্নীত হওয়ার জন্য ৩৬টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছিল। এর মধ্যে মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠানের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এবারের মেলায় স্টলসংখ্যা গতবারের চেয়ে মাত্র ১১টি বাড়ছে। সেই সঙ্গে ইউনিট বাড়ছে ১৪টি।

মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রাথমিক আবেদনপত্রের সঙ্গে তিনটি প্রমাণপত্র বা ডকুমেন্টস– ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর প্রদানের কাগজ এবং জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভসে বই জমা দেওয়ার রসিদ বাধ্যতামূলক করেছে মেলা 'পরিচালনা কমিটি। কিন্তু আগে মেলায় অংশ নেওয়া আট থেকে ১০টি প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে এসব কাগজপত্র জমা দেয়নি। কমিটি জানিয়েছে, আগামী দু'দিনের মধ্যে কাগজ জমা না দিলে তাদের স্টল বরাদ্দ দেওয়া হবে না। যেসব প্রতিষ্ঠান এসব কাগজপত্র জমা দেয়নি, তাদের আবেদন বাতিল করা হয়েছে।

ড. জালাল আহমেদ জানান, আগামী ৮ থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য মূল আবেদনপত্র গ্রহণ ও জমা দিতে হবে। ১৭ জানুয়ারি মেলার স্থান বরাদ্দের জন্য লটারি অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ জানুয়ারি স্টল বুঝে পেয়ে ২৬ জানুয়ারির মধ্যেই তা বানাতে হবে।